তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭২

**পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সকলকে সম্পৃক্ত হতে হবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

কৃষিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে একটি আন্দোলনে পরিণত করেছেন। এ আন্দোলনটি পরিবেশ সুরক্ষায় দেশ ও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী ১৯৮১ সালে জীবনবাজি রেখে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮৩ সালে নানান প্রতিবন্ধকতার মাঝেও তিনি কৃষক লীগের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি শুধু দেশের নয়, বৈশ্বিক পরিবেশ সুরক্ষায় অনন্য নজির স্থাপন করেন।

আজ রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আয়োজিত ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি- ২০২১’ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দেশের নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। এ অবস্থায়, পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশ কৃষক লীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সকলকে সম্পৃক্ত হতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ মাঠ পর্যায়ের অফিস ও কর্মকর্তারা এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হবে ও কৃষক লীগকে সহযোগিতা করবে বলে এসময় জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এফএও’র প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ পর পর ৩ বার বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয় স্থান ধরে রাখতে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়াকে টপকে এ স্থান অর্জন করে বাংলাদেশ। এটি প্রমাণ করে করোনা ও নানান দুর্যোগ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে ক্রমাগত ভালো করছে ও টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থায় আছে।

বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী এবং বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭১

**রাষ্ট্রপতির সাথে লিবিয়ায় নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে আজ বঙ্গভবনে লিবিয়ায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল এস এম শামিম উজ জামান সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ লিবিয়ায় কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার জন্য নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, কোনো প্রবাসী যাতে প্রতারিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া লিবিয়ায় আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে প্রত্যাবাসনে উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন রাষ্ট্রপতি। তিনি লিবিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোরও নির্দেশনা দেন।

নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন। ‌

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭০

**মোহাম্মদ নাসিমের হঠাৎ চলে যাওয়া পুরো রাজনীতি অঙ্গনের জন্যই অপূরণীয় ক্ষতি**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

জাতীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের প্রয়াত প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, মোহাম্মদ নাসিমের মতো একজন নেতার হঠাৎ চলে যাওয়া শুধু আমাদের দলের জন্যই নয়, পুরো রাজনীতি অঙ্গনের জন্যই অপূরণীয় ক্ষতি। নাসিম ভাইয়ের অন্যতম বড় গুণ ছিল তিনি একেবারে কট্টরবিরোধীদের সাথেও সুসম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু তাদের ভুল বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করতেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও রাজনীতির সময় কট্টরবিরোধীদের সাথেও শুধু সুসম্পর্ক নয়, অনেক সময় তাদের দেখভালও করছেন। মোহাম্মদ নাসিম ভাই সেই কাজটি করতেন। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তার পুত্র তানভীর শাকিল জয় যেনো আরো বড় নেতা হয়, সে প্রার্থনা করি।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান প্রয়াত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের রাজনৈতিক জীবনের ওপর আলোকপাত করেন এবং বলেন, তার জীবন থেকে এখনকার রাজনীতিবিদদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, মোহাম্মদ নাসিমের পুত্র তানভীর শাকিল জয় এমপি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, এম এ করিম, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, অভিনয়শিল্পী তারিন জাহান ও শাহনূর, সাংবাদিক মানিক লাল ঘোষ ও সুজন হালদার সভায় বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষক লীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২১ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৯

**ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে জিয়াউর রহমান হাজার হাজার বৃক্ষও ধ্বংস করেছেন**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

‘জিয়াউর রহমান ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করার জন্য শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর কয়েক হাজার অফিসার ও জওয়ানকেই হত্যা করেছেন তা নয়, ঢাকা শহরের হাজার হাজার গাছও কেটে ফেলেছেন’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপ-কমিটির উদ্যোগে চার মাসব্যাপী চারারোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচির উদ্বোধনকালে মন্ত্রী একথা বলেন। বন ও পরিবেশ উপ-কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে দেশে একটি অদ্ভুত ধরণের তন্ত্র চালু করেছিলেন, সেটা হচ্ছে কারফিউতন্ত্র। যাদের বয়স পঞ্চাশের ওপরে তাদের মনে থাকবে, জিয়াউর রহমানের সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরে বছরের পর বছর রাতের বেলা কারফিউ ছিল। তিনি ঢাকা শহরে রাস্তার দু’ধারের গাছপালা সব কেটে ফেলেছিলেন। জিয়াকে কেউ একজন বলেছিল যে, গাছের ফাঁক থেকে আপনাকে গুলি করতে পারে। একারণে ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে সব গাছ কেটে ফেললেন। আবার আমরা দেখলাম, হেফাজতের আন্দোলনের সময় বিএনপি-জামাত মিলে ঢাকা শহরের সব গাছ কেটে ফেলেছে। পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের বেশিরভাগকে তখন চুপ থাকতে দেখেছি, যেটি অনভিপ্রেত।

‘বিএনপি-জামাতের ক্ষমতার সময় দেশে বনভূমির পরিমাণ ৮ শতাংশে নেমে এসেছিল, আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে গত সাড়ে ১২ বছরে বৃক্ষ আচ্ছাদিত জমির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, একইসাথে বনভূমির পরিমাণও ১২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে’ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপণ-বৃক্ষসৃজনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছেন। আমরা একটি করে বনজ, ভেষজ এবং ঔষধি তিন ধরণের গাছ লাগিয়ে এই আন্দোলনকে আরো বেগবান করবো।’

আওয়ামী লীগের প্রথম বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এবং পরে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালনকারী পরিবেশ গবেষক ড. হাছান বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোড়দৌড়ের এই ময়দানে বৃক্ষশোভিত উদ্যান গড়ে তুলেছিলেন, তারপর এটিকে আরো গাছপালায় সুশোভিত করেছেন আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে লোকালয়ে রাস্তার ধারে শুধু বন সৃজন করা হয়েছে তা নয়, সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে নিঃস্ব মানুষেরা সেই গাছের মালিকানা পেয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেই গাছ বিক্রি করে অনেকে ১০ থেকে ২৫ লাখ টাকাও পেয়েছেন। যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবছর বিতরণ করেন। বনবিভাগের মাধ্যমেও বিতরণ করেন।’

এসময় সাংবাদিকরা বিএনপি মহাসচিবের মন্তব্য ‘কোনো একটি গোষ্ঠী এই পুতুল সরকার পরিচালনা করছে’ তুলে ধরলে মন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার জনগণের শক্তিতে বলীয়ান একটি শক্তিশালী সরকার। সেকারণে জনগণ পর পর তিনবার রায় দিয়ে শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। গুরুজনকে সম্মান করার শিক্ষা আমার পরিবার এবং আমার নেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন, সেজন্য বয়সে জ্যেষ্ঠ বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান রেখে বলছি, তার ডাক নাম ‘পুতুল’ এই জন্যই হয়তো ‘পুতুল’ কথাটি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের মাথায় ঘুরপাক খায়।’

সভা শেষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রমনা কালীমন্দির সংলগ্ন অংশে ফলজ, বনজ ও ঔষধি তিন প্রকারের একটি করে গাছের চারা রোপণ করেন মন্ত্রী।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৮

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৩ হাজার ২৬৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৩১৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ লাখ ৩৩ হাজার ২৯১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০জন-সহ এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ২২২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৭১ হাজার ৭৩ জন।

#

দলিল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৭

**বর্তমান সরকার গণমাধ্যমবান্ধব**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবচেয়ে বেশি গণমাধ্যমবান্ধব সরকার প্রধান। তাঁর সময়ে দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বেসরকারি খাতে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়, সবচেয়ে বেশি বেসরকারি টেলিভিশন এবং সবচেয়ে বেশি সংবাদপত্র ও অনলাইন পোর্টাল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন হয়েছে। এ আইন করে তিনি জনগণের ক্ষমতা জনগণের কাছে দিয়েছেন। শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন করে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কোনো তথ্য নাগরিক চাইলে তাকে দিতে হবে। অতীতে কেউ বিপর্যস্ত সাংবাদিকদের কল্যাণে এভাবে এগিয়ে আসেননি, যেভাবে তিনি করোনাকালে অর্থ সহায়তা দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে দশ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। কোনো সাংবাদিকের বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তিনি পাশে দাঁড়ান।

আজ রাজধানীর পল্টনে নোয়াখালী জেলা সমিতি মিলনায়তনে দৈনিক নোয়াখালী প্রতিদিন পত্রিকার নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমকে বিকশিত হতে হবে সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ ও মানুষের কল্যাণে। গণমাধ্যমে যত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে তত বেশি চিন্তার জগৎ উন্মোচিত হবে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যমে সম্পৃক্ত হওয়া মানে কঠিনকে ভালোবাসা। সাংবাদিকদের জন্য একটা কথা প্রযোজ্য সেটা হলো, ‘কঠিনেরে ভালোবাসিলাম’।

#

ইফতেখার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৬

**এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হলে বিকল্প মূল্যায়নের চিন্তা-ভাবনা**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া না যায় এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে বিকল্প মূল্যায়নের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্তই রয়েছে।

মন্ত্রী আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ হিসেবে কেরানীগঞ্জ জাজিরা মোহাম্মদিয়া আলীম মাদ্রাসায়, দুপুরে ইডেন মহিলা কলেজে, মোহাম্মপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে, আগারগাঁও মহিলা পলিটেকনিক ইনস্স্টটিউট এবং সরকারি তিতুমীর কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনের সময় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, গত বছরের শেষে এবং এ বছরের শুরুতে সংক্রমণের হার কমিয়ে আনতে পেরেছিলাম। এখন করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বগামী। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞরা বলছেন ৫ শতাংশের নিচে গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার মতো একটা পরিস্থিতি হয়। কিন্তু এখন সংক্রমণের হার ১৩ শতাংশের বেশি। তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মানলে সংক্রমণ কমবে। দেশের মানুষ তো মানছে না, আর মানছে না বলেই বার বার খারাপের দিকে যাচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, দেখা যাচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। এসএসসির জন্য ৬০ দিন এবং এইচএসসির জন্য ৮৪ দিনের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। আরো কিছুদিন হয়তো দেখতে হবে। যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একবারেই খোলা সম্ভব না হয় তাহলে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। যদি পরীক্ষা নেওয়া না যায় তাহলে বিকল্প কীভাবে মূল্যায়ন হতে পারে, সেগুলো নিয়ে কাজ চলছে।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের অনেক রকম চিন্তা আছে। কিন্তু পরীক্ষা হবে কী হবে না, এই মুহূর্তে বলে দিতে পারছি না। হয়ত বা খুব শিগগিরই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে, পরীক্ষা নিতে পারবো কি পারবো না। সেটা সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু যেটাই হোক শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত হবে।’

মন্ত্রী বলেন, পরীক্ষার চাপ রেখে আনন্দের মধ্য দিয়ে কীভাবে পরীক্ষার্থীরা শিখবে সেটা নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখা এবং শিক্ষার্থীরা যাতে অনলাইন গেমস -এ আসক্ত হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে নজর রাখতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধনের সময় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম খান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৩৩ লাখ গাছ লাগানো হবে।

#

খায়ের/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৫

**আশুগঞ্জে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন খাদ্যমন্ত্রীর**

আশুগঞ্জ, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৫ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ধারণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩০টি পেডি সাইলো একনেকের বৈঠকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ৫টি সাইলো নির্মাণের জন্য টেন্ডারের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করা হচ্ছে। কৃষকদের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া খাদ্যে ভর্তুকি দিচ্ছে সরকার।

মিল মালিকদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী বলেন, চুক্তি অনুযায়ী মিল মালিকরা খাদ্য গুদামে চাল সরবরাহ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ব্যবসায়ী ও মিলাররা সৎ না থাকলে দেশের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না।

আশুগঞ্জে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প কাজের অগ্রগতির বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ৫৪০ কোটি ৪৫ লাখ, ৪৯ হাজার ২৬৪ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০২০ সালের ৩ এপ্রিল কাজ শেষ করার কথা থাকলেও করোনার কারণে এবং নানা জটিলতায় কাজ শেষ করতে বিলম্ব হচ্ছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা রয়েছে। সময় বাড়ার কারণে ব্যয় বাড়বে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, আরো ছয় মাস সময় বাড়লেও ব্যয় বাড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এ সময় মন্ত্রীর সাথে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য শিউলি আজাদ, খাদ্য সচিব ড. নাজমানারা খানুম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খানসহ জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আশুগঞ্জে এ সাইলো নির্মাণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের মজুত ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ সাইলোর ধারণক্ষমতা ১ লাখ ৫ মেট্রিকটন। এতে ৩ হাজার মেট্রিকটন ধারণ ক্ষমতার মোট ৩৫টি সাইলো বিন রয়েছে। এ সাইলো বিনে কীটনাশক ব্যবহার না করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আদ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে মজুত চাল প্রায় ২ বছর সংরক্ষণ করা যাবে।

#

কামাল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৪

**বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে**

**---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়নে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০ বছর আগে ১৯৯৯-২০০০ সালে এ সরকারের আগের আমলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে ও বর্তমান সরকার এ আমলেও তা ধরে রেখেছে। মাথাপিছু আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ফলে খাদ্যে মানুষের প্রবেশযোগ্যতা সহজতর হয়েছে। এছাড়া, বিগত দশকে অপুষ্টি দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে।

আজ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৪২তম সম্মেলনে ‘স্টেট অভ্ ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার’ অংশে বাংলাদেশের অবস্থা তুলে ধরে এ মন্ত্রী কথা বলেন। মন্ত্রী সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি  এ সম্মেলনে সংযুক্ত হন।

মন্ত্রী বলেন, চলমান কোভিড-১৯ এর শুরুতেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনতে নানামুখী প্রণোদনা প্রদান করেন। এছাড়া, কৃষিখাতে করোনার প্রভাব মোকাবিলায় ৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। ফলে কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা ও নির্দেশনায় দেশে কৃষির উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহের ধারা অব্যাহত থাকে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

মন্ত্রী আরো বলেন, করোনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ১১ লাখ রোহিঙ্গাও দেশে রয়েছে। যা আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তিনি এসময় উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

কোভিড-১৯ এর কারণে ভার্চুয়ালি ১৪-১৮ জুন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের সম্মেলন। কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। ঢাকা থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের  সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, যুগ্ম সচিব তাজকেরা খাতুন, উপসচিব আলী আকবর  ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব বিধান বড়াল অংশগ্রহণ করছেন। ইটালির রোম থেকে অংশগ্রহণ করছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান ও ইকনমিক কাউন্সিলর মানস মিত্র।

মন্ত্রী জানান,খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স (এপিআরসি-৩৬) ২০২২ সালের মার্চের ৮-১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করতে তিনি এফএও দেশসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, গত বছর এপিআরসি ৩৫তম সম্মেলনে বাংলাদেশ ৩৬তম সম্মেলনের আয়োজক হিসাবে মনোনীত হয়।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৩

**‍‍মুজিব অলিম্পিয়াড শুরু**

ঢাকা, ১ আষাঢ় (১৫ জুন) :

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শুরু হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা 'মুজিব অলিম্পিয়াড: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ চর্চা'। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইসিটি অধিদপ্তর এ আয়োজন করছে। মুজিব অলিম্পিয়াড এর মূল লক্ষ্য হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তি, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মজীবন নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক আজ ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চলার পথের পাথেয় উল্লেখ করে উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন দেশের মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, মেধা এবং আবেগ ও ভালবাসার কারণে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে।

দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সৃজনশীল মেধাবী প্রজন্ম তাদের সৃষ্টিগুলোতে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লেখা ‘মুজিব আমার পিতা’ প্রবন্ধ অবলম্বনে পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ফিল্মটি মুক্তি পাবে।

পলক মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, জাতির পিতার জীবন আর্দশ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহবান জানান। তিনি এ অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

‘মুজিব অলিম্পিয়াড’ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫শে জুন বিকাল ৩টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২৪শে জুন রাত ১২টা পর্যন্ত। ‘মুজিব অলিম্পিয়াড’ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ও রেজিস্ট্রেশন করতে <https://www.mujibolympiad.gov.bd/register>। বঙ্গবন্ধু’র ওপর ফিল্ম সাবমিট করতে <https://mujib100sfc.gov.bd/>; 'আমার বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক ভিডিও বিষয়ে বিস্তারিত জানতে [www.amarbangabandhu.gov.bd](http://www.amarbangabandhu.gov.bd) ভিজিট করতে হবে ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ বি এম আরশাদ হোসেন।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/সাহেলা/জুলফিকার/জসীম/আব্বাস/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 2762

**Foreign Minister inaugurates 'Bangabandhu Lounge'**

**at the Permanent Mission of Bangladesh to the UN in New York**

New York, 15 June :

Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, inaugurated the newly established 'Bangabandhu Lounge' at the Permanent Mission today. The lounge has been set up as part of the observance of Bangabandhu’s birth centenary.

'The lounge houses a rich collection of books, photos, documentaries, and graphical display on the life and work of the Father of the Nation. It demonstrates Bangabandhu’s trust and faith in multilateralism; particularly the UN'. said the Foreign Minister. He also expressed his interest to contribute in the lounge with more books and other display materials.

‘The lounge has been set up last year; however due to COVID 19 pandemic it couldn’t be formally inaugurated. This lounge will to serve as a reminder of Bangabandhu’s legacy and vision for world peace,’ said Ambassador Rabab Fatima.

This lounge will be also used as a venue for high level meetings of visiting dignitaries from the UN and the member States offering an opportunity to them to learn about Bangabandhu’s ideals and visions.

Under the leadership of Bangabandhu, Bangladesh joined the UN in 1974 and since then it is playing an outstanding role in multilateral system. Currently it is serving as the Vice-President of the UNDP, UNFPA, UNOPS Executive Board, facilitating the intergovernmental consultations on the alignment of the agendas of the UN General Assembly and co-charing the Intergovernmental Preparatory Committee for the Fifth United Nations Conference on the Least Developed Countries to be held from 23 to 27 January 2022 in Doha, Qatar. This year, it has also been elected as a vice-President of the 76th Session of the United Nations General Assembly.

Later in the afternoon, Hon'ble Foreign Minister met with Atul Khare, Under Secretary General, Department of Operational Support at the UN Secretariat. During the meeting, the Foreign Minister reiterated Bangladesh's commitment to peacekeeping and thanked the Under Secretary General for their support to Bangladesh, especially for including Bangladesh Biman to transport the peacekeepers to the field.

USG Khare expressed his deep appreciation to Bangladesh for their contribution to peacekeeping. He thanked Bangladesh for its leadership in implementing the UN's environmental strategy in the field. Mr.Khare also appreciated Bangladesh's readiness to deploy peacekeepers with enabling assets. Mr.Khare also welcomed the proposal of Foreign Minister to invest in strategic communications showcasing women in peacekeeping in an effort to increase participation of women in peacekeeping. The foreign minister invited Mr.Khare to visit Bangladesh at an opportune moment and share his insights on peacekeeping with the audience in Bangladesh.

Foreign Minister Momen arrived in New York on 13 June 2021 to attend important meetings at the United Nations. Among others, he will attend the Joint Thematic event on LDCs at the United Nations General Assembly, and two important events “The current Situation in Myanmar: implication for the Rohingya minority” and “Building Resilience for Sustainable and Irreversible Graduation of the LDCs” organized by Bangladesh, along with other UN Member States and UN Secretariat. He is scheduled to meet UN Secretary-General, President of the General Assembly, and other High Level UN dignitaries during his week-long visit.

#

Parikshit/Zashim/Asma/2021/1300 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬১

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ‘বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জ’ উদ্বোধন**

নিউইয়র্ক, ১৫ জুন :

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গতকাল ‘বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জ’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী   
ড. এ. কে আব্দুল মোমেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে লাউঞ্জটি স্থাপন করা হয়।

এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, লাউঞ্জটিতে বিভিন্ন বই, ছবি, প্রামাণ্যচিত্র ও গ্রাফিক্যাল ডিসপ্লে মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। বহপাক্ষিকতাবাদ, বিশেষ করে জাতিসংঘের প্রতি জাতির পিতার যে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জের এই সংগ্রহ যেন তা-ই ফুটিয়ে তুলেছে। তিনি লাউঞ্জটিতে জাতির পিতার ওপর আরো বই ও প্রদর্শণী সামগ্রী প্রদান করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, গতবছর লাউঞ্জটি স্থাপনের কাজ শেষ হলেও কোভিড-১৯ জনিত কারনে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস, লাউঞ্জটি মিশনে আগত সুধিজনদের বিশ্বশান্তির প্রতি জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিবে।

মিশনে আসা জাতিসংঘ ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিবর্গের বৈঠকের জন্য লাউঞ্জটি ব্যবহৃত হবে। এরফলে তাঁরা জাতির পিতার জীবনাদর্শ সমন্ধে সম্যখ ধারণা লাভের সুযোগ পাবেন।

জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। সেই থেকে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওপিএস এর নির্বাহী বোর্ডের সহ-সভাপতি, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এজেন্ডাসমূহ শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে গঠিত আন্তরাষ্ট্রীয় কনসালটেশনের ফ্যাসিলেটেটর এবং পঞ্চম জাতিসংঘ এলডিসি কনফারেন্সের প্রস্তুতি কমিটির সহ-সভাপতি বাংলাদেশ।

এদিকে গতকাল বিকেলে জাতিসংঘের অপারেশনাল সাপোর্ট বিভাগের প্রধান আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল অতুল খারে (Atul Khare) এর সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। আলোচনাকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী পরিবহণে বাংলাদেশ বিমানকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে সহায়তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য খারেকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল খারে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ে জাতিসংঘের পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কৌশল বাস্তবায়নে নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশের প্রতি ধন্যবাদ জানান তিনি। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ শান্তিরক্ষী মোতায়েনে বাংলাদেশের যে সার্বক্ষনিক প্রস্তুতি রয়েছে তার প্রশংসা করেন খারে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারী শান্তিরক্ষীদের দ্বারা কৌশলগত যোগাযোগ এগিয়ে নিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে প্রস্তাব দেন, তাকে স্বাগত জানান খারে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অতুল খারেকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় তাঁর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষকে জানানোর অনুরোধ করেন।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারি সফরে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তিনি এলডিসি বিষয়ক একটি যৌথ থিমেটিক সভায় অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিব, সাধারণ পরিষদের সভাপতিসহ জাতিসংঘের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পাশাপাশি বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জাতিসংঘ সদরদপ্তর ও অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য ‘মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি: সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের অবস্থা’ ও ‘স্বল্পোন্নত দেশসমূহের টেকসই উত্তরণ এবং পূনরায় ফিরে আসা রোধে সক্ষমতা বিনির্মাণ’ শীর্ষক দুটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/আসমা/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা